মেহেরপুরে ফুটবলারের আত্ম*হত্যা

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া গ্রামের লিজন আহম্মেদ নামের এক কৃতি ফুটবলার গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ফুটবলার লিজন আহম্মেদ ঝাঁউবাড়িয়া গ্রামের মালেশিয়া প্রবাসি সফিরুল ইসলামের ছেলে। গতকাল শনিবার বিকালের দিকে লিজন আহম্মেদ তার নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

লিজন আহম্মেদ ঝাঁউবাড়িয়া ক্লাব ফুটবল টিমের অধিনায়ক। লিজনের আত্মহত্যা নিয়ে গ্রামের মাঝে শোকের ছাঁয়া নেমে এসেছে। তবে, কি কারনে, সে আত্মহত্যা করেছে পরিবারের লোক কিছুই বুঝতে পারছেন না।

লিজন আহম্মেদের চাচাত দাদা (দাদার ভাই) আব্দুল হান্নান বলেন, কি কারণে লিজন আত্মহত্যা করেছে আমরা পারিবারিকভাবে কিছুই বুঝতে পারছিনা। এঘটনায় শুধু পরিবার নয়, গ্রামের মানুষের মাঝে শোকের মাতম শুরু হয়েছে। কারণ, তার মত ফুটবলার এই এলাকায় এখন নেই।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গ্রামের একটি ছোট মেয়ের সাথে এক সময় লিজনের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মাস তিনেক আগে সেই মেয়ের পিতা মেহেরপুর সদর থানায় অভিযোগ দিলে সেখান থেকেই মিটমাট করে নেওয়া হয়। সেই মেয়েটি ছোট হওয়ায় আমরাও পারিবারিকভাবে সরে আসার জন্য লিজনকে বুঝ দিয়েছিলাম। তারপর থেকে আর কোনো কিছু শোনা যায়নি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, পারিবারিকভাবে কোনো অভিযোগ না থাকায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তির বিশেষ সুপারিশে লিজনকে দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিক্রয়ের সময় হাতে নাতে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে সজিব খান (২৫) নামের অনলাইন জুয়ার আরেক হোতা।

গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর থেকে আটক করে ডিবি পুলিশ। আটক সজিব খান মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের শহিদুল খানের ছেলে। ডিবি পুলিশের হাতে প্রথম আটক অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বদরুদ্দোজা রয়েলের সহযোগী হিসেবে কাজ করতো সে।

জানা গেছে, শ্যামপুর এলাকার সালাহউদ্দিন নামের এক সাবেক সেনাবাহিনীর সদস্যকে অনলাইন জুয়া মেলবেট এর এজেন্ট বিক্রি করবে বলে ১৬ লাখ টাকা নেয় সজিব খান। গতকাল শনিবার বিকালে এজেন্ট সিম বিক্রি করার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালিয়ে সজিব খান কে আটক করে। এসময় সজিব খানের কাছে থাকা মোবাইল ফোন সার্চ করে জানা যায়, ফরিদপুরের নগরকান্দা বাজারের ঠিকানা ব্যবহার করে সেখান থেকে ‘মায়ের দোয়া টেলিকম’ নামে নগদ এজেন্ট সিম সংগ্রহ করে মেলবেট জুয়ার এজেন্ট হিসেবে জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তার সাথে অন্যতম সহযোগী হিসেবে কাজ করেন গোপালপুর গ্রামের শহিদুল শাহর ছেলে নাসির শাহ। সম্প্রতি নাসির শাহ মেহেরপুরের এক সাংবাদিককে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েছেন যাতে তার সংবাদ প্রকাশ না করা হয়, এমন তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে রয়েছে।

গত ২৪ আগষ্ট ডিবি পুলিশ প্রথম গোপালপুরে অভিযান চালিয়ে বদরুদ্দোজা রয়েল কে আটক করে। রয়েল তার স্বীকারোক্তিতে ১৫ জনের নাম বললেও তার সহযোগী সজিব খান ও নাসির শাহ এর নাম স্বীকার করেনি। যাতে করে সজিব ও নাসির ধরাছোয়ার বাইরে থেকে জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। রয়েলের কাছে থেকে উদ্ধারকৃত আলামত থেকে তদন্ত করে ডিবি পুলিশের সজিব খানের সম্পৃক্ততা পায় এবং তাকে নজরদারীতে রাখে। অবশেষে সদর উপজেলার শ্যামপুর এলাকা থেকে তাকে হাতে নাতে এজেন্ট সিমসহ আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। তবে পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেয়ে নাসির আগে থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের প্রভাবশালী এক নেতা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক এসকল জুয়াড়ুদের কাছে থেকে নিয়মিত মাসোহারা নিতেন। মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ নিয়ে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর থেকে রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিকদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ওই সকল নেতা ও সাংবাদিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অনলাইন জুয়া নিয়ে অনুসন্ধান এবং কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে অনলাইন জুয়া নিয়ে উঠে এসেছে নানা তথ্য। সম্প্রতি সাইবার ক্রাইম বিভাগ একটি মামলা করেছেন।

মেহেরপুর অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে মেহেরপুরের ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানা পুলিশ ও সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে ১২ জন অনলাইন জুয়ার হোতাকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিক অনুসন্ধানি প্রতিদেবন প্রকাশ করায় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা ভিন্ন কৌশল বেছে নিয়েছেন। অনেকে গা ঢাকা দিয়ে জেলার বাইরে গিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং জেলার বাইরে থেকে বিকাশ, রকেট, নগদসহ অন্যান্য কোম্পানীর এজেন্ট সংগ্রহ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রেফতার এড়ানোর জন্য। (চলবে..)

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ দেখতে পড়ুন নিচের লিংকগুলো

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

গাংনী সীমান্তে ফেনসিডিলসহ ২ যুবক আটক

বিজিবির মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযানে ২ বোতল ফেনসিডিলসহ ২ মাদক কারবারীকে আটক করেছে।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার চিৎলা গ্রামের মোঃ বদর আলীর ছেলে মোঃ হাসিব(২৬) গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে আশিকুর রহমান (১৯)।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) তেঁতুলবাড়ী বিওপি’র কমান্ডার হাবিলদার মোঃ অজিয়ার রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টিম অভিযানে অংশ নেন।

ভারতীয় সীমান্তের তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের আন্তর্জাতিক পিলার ১৩৮/১-এস হতে ৮০০ গজ বাংলাদেশের অভ্য̈ন্তরের হাজীপাড়া এলাকার পাকা রাস্তার মোড় নামক ̄স্থান থেকে তাদের দুজনকে আটক করেন।

গতকাল শনিবার (১২ নভেম্বর) বিকালের দিকে তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের হাজীপাড়া এলাকার পাকা রাস্তার মোড় নামক ̄স্থান থেকে তাদের আটক করা হয়।

এসময় তাদের কাছ থেকে ২ বোতল ফেনসিডিল, একটি মোটরসাইকেল, ২ টি মোবাইল ফোন ও ৪ টি সিমকার্ড জব্দ করা হয়েছে।
তেঁতুলবাড়ী বিওপি’র কমান্ডার হাবিলদার মোঃ অজিয়ার রহমান জানান, মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই দুই মাদক কারবারীকে আটক করা হয়েছে।
আটকদের বিরুদ্ধে শনিবার সন্ধ্যায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে এক ব্যক্তির দুই পা ও এক হাত ভাঙলো প্রতিপক্ষরা

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ন প্রতিপক্ষ হামলা চালিয়ে কৃষক জুম্মাত আলী (৪৫) এর দুই পা ও এক হাত ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে।
জুম্মাত আলী এক মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জুম্মাত আলী সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের কেসমত আলীর ছেলে।

গতকাল শনিবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০ টার সময় পিরোজপুর গ্রামের ছটাংগার মোড়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে তার দুই পা ও ডান হাতটি ভেঙ্গে দেয় প্রতিপক্ষরা।

আহত জুম্মাত আলী বলেন, আমি সকাল ১০ টার দিকে ছটাংগার মাঠে ঘাস কেটে ফিরছিলাম। হঠাৎ একই গ্রামের পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের ডান হাত নামে পরিচিত দয়ালের নেতৃত্বে আব্দুল কুদ্দুস, আনসার আলী, আব্দুল মাবুদ, সাগর হোসেন মুন্নাফ হোসেন ও পচাসহ ১৪/১৫ জনের স্বশস্ত্র দল আকস্মি হামলা চালায়। তাদের হাতে রড, কোঁদাল ও লাঠি শোঠাসহ দেশীয়

অস্ত্র ছিল। তারা আমার হাত পা ভেঙ্গে দিয়ে মৃতুভেবে ফেলে রেখে চলে যায়। জুম্মাত বলে আমি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আব্দুস সালামের পক্ষে ভোট করাকে কেন্দ্র করেই প্রতিপক্ষ আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের লোকজনের আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়। ভোটের পরপরই গ্রামে সংঘর্ষ হয়। কিছুদিন পিরোজপুর গ্রামের শতাধিক পরিবার গ্রামছাড়া ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে লোকজন ফিরে আসে। আজকে তারা হঠাৎ হত্যার উদ্যোশ্যে আমার উপর হামলা চালায়।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক মেহেদী জানান, জুম্মাত আলীর ২ টি হাত ও একটি পা ভেঙ্গে গেছে। এছাড়া তার হাত ও অপর একটি পায়ে প্রায় ১২ টি সেলাই গেছে। বর্তমানে সে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
এঘটনায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন জুম্মাত আলী।

গাংনীর কাথুলীতে তুচ্ছ ঘটনায় চার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা

গাংনীর কাথুলী গ্রামের মধ্য পাড়ায় ছাগলে একটি গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ অগ্নীসংযোগ ও শ্লীলতা হানীর ঘটনায় চারটি পরিবারের মধ্যে চলছে নানা উত্তেজনা ও মামলাবাজি। চারটি পরিবার দফায় দফায় একে অপরের বিরুদ্ধে মোট সাতটি মামলা করেছে। রয়েছে একটি জিডির ঘটনা। গ্রাম্য প্রতিহিংসায় মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দফায় দফায় হয়রানী করা হচ্ছে এমন দাবী তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী আব্দুল মজিদ। শনিবার সকালে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন আব্দুল মজিদ।

পরিবার চারটি সকলেই নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করলেও পুলিশ বলছে, মামলাটি তদন্তে একটি পরিবারকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর খেলায় মেতেছে অন্য দুটি পরিবার। তাছাড়া আরো একটি মামলা তদন্ত করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানায়, গ্রামের আব্দুল মজিদের বাড়ির পাশে

লাগানো ধুন্দুল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে ঝগড়া ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে আমিরুল ইসলাম বাদি হয়ে আব্দুল মজিদের ভাই আব্দুর রহমান ওরফে খোকনের নামে মামলা করেন মেহেরপুর আদালতে। ওই মামলার ইন্ধন দাতা প্রতিবেশী হাফিজুল ও তার স্ত্রী মেমেজান। এ নিয়ে চারটি পরিবারের মধ্যে মামলা ও জিডির ঘটনা ঘটেছে সাতটি।

সর্বশেষ গত বুধবার মধ্যরাতে হাফিজুলের বাড়ির পাশে রক্ষিত পাটকাঠির গাঁদায় আগুন লাগে। এতে হাফিজুলের পাঠকাঠির সাথে মজিদের দোকান ঘর পুড়ে যায়। আব্দুল মজিদকে আবারো মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর জন্য নিজের পাটকাঠির গাদায় নিজে আগুন লাগিয়ে হৈচৈ শুরু করে হাফিজুল ও তার স্ত্রী মোমেজান। পরে স্থানীয়রা ছ’টেগিয়ে পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এঘটনায় আবারো আব্দুল মজিদের বিরুদ্ধে মামলার হুমিকি দিচ্ছে হাফিজুল ইসলাম। আবারো নতুন মামলার ভয়ে আতংকিত আব্দুল মজিদ ও তার পরিবারের লোকজন।
এ নিয়েও উভয় পক্ষের মধ্যে চলছে উত্তেজনা। যে কোন সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশংকা করছেন স্থানীয়রা।

আব্দুল মজিদ জানান, তার বাড়ির পাশের ধুন্দল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরই জের ধরে মেমেজান বাদী হয়ে তার ভাই আব্দুর রহমান ওরফে খোকনকে বিবাদী করে মোকাম বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল মেহেরপুরে একটি মামলা করেন। যার নম্বর-১০৯/২০২২, তাং ০৫/০৭/২২ ইং। মামলায় দাবী করা হয়, মেমেজানকে ধর্ষন করার চেষ্টা করা হয়। একই দিনে মেমেজানের স্বামী আমিরুল ইসলাম আরো একটি মামলা করেন। ওই মামলার এজাহারে দাবী করা হয়, তার স্ত্রীকে মারধর করে শ্লীলতা হানীর পাশাপাশি আব্দুল মজিদ ও তার লোকজন মেমেজানকে ব্যাপক মারপিট করে হত্যার চেষ্টা চালায়।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে গাংনী থানা পুলিশকে তদন্ত দিলে পুলিশ ধর্ষনের চেষ্টা ও মারপিটের কোন ঘটনা ঘটে নাই বলে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন। এতে না রাজি দেন মেমেজান। পরে মামলাটির তদন্ত দেয়া হয় পিবিআইকে। পিবিআই এর তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ইমরান হোসেন ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে শ্লীলতা হানী ও মারপিটের ঘটনা মিথ্যা বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।

এদিকে আমিরুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর মামলায় উস্কানী ও ইন্ধন দাতা

হিসেবে সন্দেহ করে প্রতিবেশী হাফিজুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি জিডি করেন আব্দুল মজিদ। এ ঘটনায় গাংনী থানা পুলিশ চার পরিবারকে থানায় হাজির হবার জন্য নোটিশ প্রদান করলে আবারো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় হাফিজুলের স্ত্রী মেমেজান ০২ নভেম্বর বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আব্দুল মজিদসহ পাঁচজনকে আসামী করা হয়। আসামী থেকে বাদ পড়েনি বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসা মজিদের মেয়ে জোসনা খাতুন।

মামলায় বাদীকে মারপিট শ্লীলতাহানী ও তার গায়ের গহনা লুট করার অভিযোগ করা হয়। মামলাটি গাংনী থানায় তদন্তাধীন। মামলাটি সম্পুর্ণ মিথ্যা বলে দাবী করেছেন আব্দুল মজিদ ও তার লোকজন।

গ্রামবাসীরাও হাফিজুলের অত্যাচারে অতিষ্ট রয়েছে। হাফিজুলের মামলার ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাইনা। সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি,এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগী পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

বাদী হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী মেমেজান জানান, ১২ বছর আগে জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মামলা চলছিল। এরই জের ধরে ও প্রতিবেশীদের মামলার ইন্ধন দাতা হিসেবে সন্দেহ করে তার শ্লীলতা হানী মারপিট ও গহনা ছিন্তাই করা হয়েছে। পরে আমার ৬ বিঘা জমির পাটকাঠি পুড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ করেন হাফিজুল ইসলাম।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মামলা পাল্টা পাল্টি মামলার ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনার প্রতিবেদন আদালতে পেশ করা হবে।

মেহেরপুরে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৮ আসামি

গ্রেফতার

মেহেরপুরে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক ৮ আসামি গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।
শুক্রবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের মেহের উল্লাহর স্ত্রী রেহেনা খাতুন, তার নামে মামলা নং সেসন মামলা ১২০/১৯, সিআর মামলা নং ৫১৪/১৮ ইং, মেহেরপুর শহরের ভূমি অফিসপাড়া এলাকার কোবাদ আলীর ছেলে শাহারুল ইসলাম ওরফে মাইকেল তার নামে মামলা নং জিআর ১২৮/১৬ ইং, সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার ইয়ার আলী মোল্লার স্ত্রী আলতাফুন্নেছা।

তার নামে দায়ের করা মামলা নং এসটিসি ২১/১২ ও জিআর মামলা নং ৫৭/১২, সদর উপজেলার আমদহ বাগানপাড়া এলাকার রুহুল আমিনের ছেলে শাহিন রেজা (৩২), তার নামের মামলা নং ১৪(১১) ২২, কাঁঠালপোতা গ্রামের খোকন আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন (৩০)। তার নামের মামলা নং সিআরপিসি ১৫১ ধারা, একই গ্রামের মৃতু জমির উদ্দীনের ছেলে শাফিন (২৪), বামনপাড়া এলাকার হারুন অর রশিদের ছেলে বাপ্পী (৩০), শহরের গোরস্থানপাড়া এলাকার মো: শরিফ হোসেনের ছেলে রাজন (২২) ও গাংনী থানার বর্শিবাড়িয়া গ্রামের হামিদুল বিশ্বাসের ছেলে হাসিবুর রহমান। তার নামের মামলা নং সিআর ৪৫১/২২, আর ৪৩৩/২২, পি ৪৩৮/২২।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত এসব আসামিদের আজ শনিবার (১২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে সাজাপ্রাপ্তসহ ৩ জন গ্রেফতার

মারামারি মামলায় আদালতের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আসমত আলী (৪৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সাজাপ্রাপ্ত আসমত আলী গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের বাজার পাড়া এলাকার আব্দুলের ছেলে।

শুক্রবার দিবগত ভাররাতের দিকে তার বাড়িতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে আসমত আলীকে গ্রেফতার করেন। ৩২৩/৪৪৭ ধারায় দায়েরকৃত ৯২/১৯ নং মামলায় আদালত তাকে ১ বছর তিন মাস কারাদন্ড দেন। তার পর থেকে সে পলাতক ছিল।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ, এসআই আশিক সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।
অপরদিকে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে একটি মারামারি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি আবুলের ছেলে আফজাল (৪৫) ও আব্দুল খালেকের ছেলে শওকত আলীকে গ্রেফতার করেছে। গাংনী থানার দায়ের করা মারামারি মামলায় আদালত তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃত আজ শনিবার (১২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর হাসপাতালের তত্বাবধায়কের কোয়ার্টারে চুরির ঘটনায় ২ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়কের

কোয়ার্টারে চুরির মামলার ২ আসামি গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

এরা হলেন মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার শাহাদৎ হোসেন শাধুর ছেলে চঞ্চল হোসেন (৩৫) ও ৭ নং ওয়ার্ডের মিয়াপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল্লাহর ছেলে মিকাইল হোসেন (২৮)। সদর থানা পুলিশের পৃথক টিম বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে এই দুই জনকে গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গ্রেফতারকৃত এই দুজনকে আজ শুক্রবার (১১ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৯ নভেম্বর দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত কোনো এক সময় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল চত্তরের কোয়ার্টার এলাকায় তত্বাবধায়ক জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তারের কোয়ার্টারের দরজার হাতল ভেঙ্গে চুরির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় হাসপাতালের এক কর্মচারী বাদী হয়ে অজ্ঞাত চোরের নামে ৩৮০/৪৫৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ১০. তারিখ ১০/১১/২০২২ ইং।

এদিকে, সদর থানা পুলিশের অপর একটি অভিযানে মোটরসাইকেল চুরির মামলার আসামি সাগর আলী (৪৪) কে গ্রেফতার করেছেন। সাগর আলী সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে। তার নামে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগ ৩৭৯ ধারায় একটি মামলা রয়েছে। মামলা নং ১৪।

গ্রেফতারকৃত সাগর আলীকে আজ শুক্রবার (১১ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সাংবাদিক জনির

বিরুদ্ধে চাঁদাবাজীর মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা

এশিয়ান টিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনির বিরুদ্ধে দায়ের করা চাঁদাবাজি মামলায় আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন।

সম্প্রতি মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে পরোয়ানা তামিলের জন্য মেহেরপুর সদর থানায় প্রেরণ করা হয়েছে। মেহেরপুর জেআরও কোর্ট ইন্সপেক্টর গোলাম মোহাম্মদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। যার মামলা নং জিআর ১০৩/২১ ইং।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ইছাখালি ও ফতেপুরের মাঝে মরাগাং খনন কাজ করার সময় দুই পাড়ের মাটি স্থানীয় মেম্বর মিলন হোসেন বিক্রি করছিলেন। এঘটনায় সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনিসহ কয়েকজন সাংবাদিক তাদের নিজস্ব ফেইসবুক পেইজে লাইভ দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মিলন হোসেন মেম্বর তার কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত ফতেপুর গ্রামের আক্কাছ আলীর ছেলে তাবিরুল ইসলাম ওরফে তাবু সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনিসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী মারপিট ও সরকারি কাজে বাধা দানের অভিযোগ এনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করেন।সদর থানার মামলা নং ১৯, তারিখ ২০/০৪/২০২১ ইং, ধারা ১৪৩/৩২৩/৩৮৫/৫০৬/৩৪ দ:বিধি।

মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্ত করেন মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক আব্দুল্লাহ আলম মামুন এজাহার নামীয় ১ নং আসামি মিজানুর রহমান জনির বিরুদ্ধে পেনাল কোড ৩২৩/৩৮৫/৫০৬ ধারার অপরাধ প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ৩১/০৮/২০২১ তারিখে অভিযোগ দাখিল করেন। কিন্তু এজাহার নামীয় অপর ৬ আসামি মহসিন আলী, মফিজুল ইসলাম, ইসরাফিল হোসেন, লাল্টু মিয়া, আরিফুল ইসলাম ও মো: সাইদুর রহমানকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন।

পুলিশ এজাহার নামীয় ৬ জনকে বাদ দিয়ে চার্জশীট দেওয়ায় বাদী তবিবর রহমান তবি নারাজি আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত আবেদনটি গ্রহণ করে কুষ্টিয়া পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) মামলাটি অধিকতর তদন্তের

নির্দেশ দেন। আদালতের নির্দেশে বিগত ৯/১২/২০২১ তারিখে পিবিআই মামলাটি গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে। তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ ব্যুরো অব ইনস্টিগেশন (পিবিআই) এর উপপরিদর্শক (এসআই) বলরাম বিশ্বাস মিজানুর রহমান জনিকে অভিযুক্ত করে গত ৩১/০৭/২০২২ তারিখে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।

মেহেরপুরে মারামারি মামলায় ২ ব্যক্তির ৬ মাস কারাদন্ড

মেহেরপুরে একটি মারামারি মামলায় অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় ২ ব্যক্তিকে ৬ মাস কারাদন্ড ও ৫ শ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

দন্ডিতরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের সুন্নাত মোল্লার ছেলে গোলজার (৪৫) ও লিয়াকত মোল্লার ছেলে মামুন মোল্লা (৪০)।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক আবুবক্কর সিদ্দিক এ আদেশ দেন।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, ২০১৭ সালে গোপালনগর গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের জের ধরে আসামিদের নামে মামলার বাদী মোছা: কাজল রেখা একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং জিআর ১০৫/২০১৭ ইং।

মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্ত করার পর মুজিবনগর থানার তৎকালিন উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন উদ্দীন ২১/০৯/২০১৮ সালে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।

৩২৩ ধারায় অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় আসামি গোলাজার ও মামুন মোল্লাকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড ও ৫ শ টাকা করে অর্থদন্ড করেন। অনাদায়ে আরো ৩ দিন বিনাশ্রম কারাদন্ডাদেশ দেন। মামলায় ৮ জন

স্বাক্ষী তাদের স্বাক্ষ্য প্রদান করেন। সরকারি পক্ষে এপিপি অ্যাডভোকেট সাথী বোশ ও আসামি পক্ষে আইনজীবি ছিলেন অ্যাডভোকেট মনিরুজ্জামান কৌশুলি ছিলেন।